খুঁজে ফিরি

আমেরিকার এই দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি যে ব্যাপারটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি সেটা হচ্ছে American দের দেশপ্রেম এবং বন্ধুপ্রেম অতুলনীয়। এদুটো শব্দের ব্যাপারে তারা কোন ভাবে কোন কিছুর সাথে compromise করতে অক্ষম। তাদের এই মানষিকতা দেখে আমার মনে হয়েছে দেশপ্রেম, বন্ধুপ্রেম, মানবিকতা এই গুনগুলো সুত্র অনুযায়ী কাউকে শেখানো যায় না। জন্মগতভাবে এই চমৎকার অনুভূতিগুলো মানুষের মাঝে চলে আসে।

এ্যালেন আমার প্রতিবেশী। কাউন্টি কমিশনার ছিলেন ৩৫ বছর। এখন অবসরে। বৌ মারা গেছে ১২ বছর আগে। একমাত্র ছেলে রন ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। সেদিন বিকালে আমার বাসায় চা খেতে আসল। প্রসঙ্গেক্রমে তাকে বললাম যা আয় করি তার ১৫-২০% আমাদের Tax দিতে হয়। এটা American govt. এর একটা শোষণ করার প্রক্রিয়া। আমার একথা শুনে এ্যালেন বলে - NO, NO, NO. আমরা দেশের কাছ থেকে যে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আর স্বচ্ছলতা পাচ্ছি তার বিনিময়ে অবশ্যই আমাদের উচিত আরো বেশী পরিমাণ Tax দেওয়া। দেশ থেকে তুমি শুধু নিতেই চাও আর দিতে চাও না কিছু? তাছাড়া আমাদের Next generation যেন আরো ভালো থাকে এজন্যে Tax এর amount raise করা খুব জরুরী। জান, আমার এই মিলিয়ন ডলারের বাড়িটি আমি govt কে দিয়ে যাব। আমার মৃত্যুর পর তা পাবে এবং govt. যেন দেশের কোন কাজে আমার এ ছোট্ট চেষ্টাকে কাজে লাগায়। আমি অবাক হয়ে বললাম তাহলে তোমার ছেলে? সে বলে ছেলে যথেষ্ট Active। এই দেশ তার জীবন সহজে গড়ে দেবে। আমার এই একটা বাড়ীর জন্যে সে গৃহহীন হয়ে পড়বে না। ওর কথা শুনে মনে মনে বলি, Tea Finish এবার বাড়ি যাও আর বেশী বেশী Tax দাও।

সেদিন দেখি এ্যালেনের অন্ধকার বাড়ী আলোয় ঝলমল করছে। খোজ নিয়ে জানতে পারলাম ওর বান্ধবী জোয়ান এসেছে কলোরেডো থেকে। মায়ামীতে ওদের পরিচয়। প্রায় দশ বছরের পুরোনো বন্ধুত্ব। জোয়ান ডিভোর্সড। ওর একমাত্র ছেলে US আর্মিতে কাজ করে। এখন সে আইরাকে (ইরাকে) কর্মরত। সে ভীষণ happy এবং proud ছেলেকে দেশের জন্যে যুদ্ধে পাঠাতে পেরে। এ্যালেন প্রচুর রান্না করেছে নিজ হাতে। এই কয়েকদিন তারা বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গেছে। প্রত্যেকটা মুহুর্ত নিজেদের মত করে enjoy করেছে। আগামীকাল জোয়ানের ফ্লাইট। দুজনেই ক্ষণে ক্ষনে বিষন্ন হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে backyard এ আগুন জ্বালিয়ে একই চাঁদরের নীচে বসে দুজন মানুষ তাদের মনের আর দেহের উত্তাপে পরম আনন্দ/নির্ভরতা খুজে ফিরে। ওদের দেখে প্রচন্ড ভালো লাগায় মন ছুয়ে গেল। এক সময় ওদের বললাম - তোমরা দুজনে নিঃসঙ্গ, তোমরা তো ইচ্ছে করলে বিয়ে করে একসাথে থাকতে পারো। তাহলে তো আর দুরে থাকার যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়না। উত্তরে বিষ্ময়ভরা কন্ঠে জোয়ান এবং এ্যালেন বলে - আমাদের এই গভীর বন্ধুত্বের মাঝে কেন তুমি বিয়ের মতন একটা silly ব্যাপারকে টেনে আনছো। বিয়ের মতন একটা ছোট word দিয়ে এত সুন্দর বন্ধুত্ব ভাঙ্গার কোন যুক্তি নেই। ওদের কথা থেকে উপলব্ধি করলাম - আসলেই তোমাদের থেকে আমরা অনেক আলাদা। আমাদের চিন্তা চেতনাগুলো সত্যিই silly। তোমাদের বন্ধুত্বের মাঝে আমরা বিয়ের গন্ধ খুজে ফিরি।

ম্যাডক্স আমাদের পরিচিত একজন। 42 years old। বিয়ে করেনি। মায়ের সাথে একই বাড়ীতে থাকে। সেদিন এসে আমাকে বলে - এ মাসে তোমার গার্ডেন আমি clean করে দিতে চাই। তুমি তোমার গার্ডেনারকে প্রতি মাসে যে payment দাও ওটা এ মাসে আমাকে দেবে। কারণ আমার backpain এর সমস্যা হচ্ছে, ইনসিওরেন্স না থাকার জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছি না। তবে এবার মনে হয় টাকা দিয়ে ডাক্তারকে দেখাতেই হবে। তখন আমি বললাম তোমার কাগজে কলমে কোন income নেই, বাড়ী নেই, ব্যাংক ব্যালেন্স নেই। তুমি থাক মায়ের সাথে। So easily তুমি Medicaid (US. Govt কৃতক চিকিৎসা সুবিধা শুধুমাত্র poor people দের জন্য) এর জন্য

Apply করতে পার এবং আমি নিশ্চিত তুমি Medicaid পাবে। আমার কথা শুনে ম্যাডক্স (Madox) বলে - Income নেই তো কি হয়েছে, মায়ের বাড়িতে থাকি, তার দেওয়া গাড়ি use করি আর মায়ের আয় (monthy পাওয়া social security benefit) থেকে দেওয়া big amount এর হাত খরচে life enjoy করি। ওকে বোঝালাম, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি এগুলো যাই করো, তার তো কোন দলিল বা কাগজপত্র নেই। So এটা তোমার নেওয়া উচিত। সে বলল - কোন ভাবেই আমি দেশ ও govt. এর সাথে এত বড় মিথ্যাচার করতে পারি না। আজ আমি যদি এটা করি আমার next generation হয়তো তা করবে। তা হবে দেশের জন্য মারাত্মক। জেনে শুনে এত বড় অকাজ আমি করতে পারিনা। আমার কাছে দেশ আগে পরে জীবন। Madox এর মত এক সামান্য High School পাশ American এর এত তুচ্ছ ব্যাপারে এত গভীর দেশ প্রেম আমাকে লজ্জা দেয়। মনে করিয়ে দেয় আমরা কেন ওদের মতন এত সচেতন দেশপ্রেমিক হতে পারিনা। হতে বাধা কোথায়?

ম্যাডক্সের বন্ধু উডি (Woody) কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত। কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ম্যডক্স সমগ্র east coast এ ছোট ছোট র‍্যালী করার চিন্তা করেছে। আর এই চিন্তা সফল করার জন্য গত মাসে সে বাড়ী ঘর ফেলে Upstate New York সে চলে যায় বন্ধুর কাছে। সাথে রয়েছে সারাজীবনের সম্পদ আর সম্পত্তি বলতে নানীর কাছ থেকে পাওয় কিছু painting আর grant piano বিক্রির 25 হাজার ডলার। যার পুরোটাই সে র‍্যালীর কাজে লাগাবে। বন্ধুর জন্যে ম্যডক্সএর এত বড় উদারতা আমাকে আরেকবার স্মরন করিয়ে দেয় আসলে মানুষ হিসাবে আমরা অনেক স্বার্থপর হয়তো। চাইলেই আমরা কখনো ম্যাডক্সের মত হতে পারবো না।

তবে স্বার্থপর হই আর যাই হইনা কেন নিভের্জাল বন্ধুত্বের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আমার সবসময় রয়েছে। চাকরী জীবনের শুরুতেই কাজের সুত্র ধরে একবার Boston এ Dynamic Language Research Conference এ join করার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেমিনারে বড় বড় সব scholar রা তাদের চমৎকার সব speech তুলে ধরলেন। কিছু বুঝলাম কিছু বুঝলাম না। এরপর এলেন ডঃ আসিফ সাদেকী। তিনি Advance Language Technology এর একটা অসাধারণ ফিচার উপস্থাপন করলেন। তারপর DYLAN, DPL, ML এর মতন জটিল সুক্ষ বিষয়গুলি এত সহজ এবং সরল করে explain করলেন যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বুঝলাম He is something about programming। আমাদের ইউনিট ম্যানেজার নিক ব্যয়নের সাথে ডঃ আসিফ সাদেকির ছিল গভীর বন্ধুত্ব। সেমিনার শেষে আমাদের ইউনিটের সে ডঃ আসিফের পরিচয় করিয়ে দিল। আমার ধারণা ছিল উনি Indian । পরিচয় সুত্রে যখন জানলাম উনি বাংলাদেশী তখন গর্বে আমার মাথাটা ইউনিটের কাছে উচু হয়ে গেল। আমার মনে হয় প্রবাসে যে কয়েকজন অসাধারন প্রতিভাবান বাঙ্গালী রয়েছে তার মধ্যে তিনি একজন। ডঃ আসিফ ৪০/৪২ years old. Programming Methodology Group এর উপর PhD করেছেন। বিখ্যাত এক কোম্পানীতে চাকরীর পাশাপাশি IT বিভিন্ন সেমিনারে join করেন। সেমিনার রুম থেকে বেড়িয়ে যাবার সময় উনি আমাকে বললেন - আমার খুব গর্ব হচ্ছে আমাদের দেশের চমৎকার একটা মেয়ে এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করছে। প্রতি উত্তরে আমি বললাম - আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আপনার মতন একজন scholar বাংলাভাষায় ফুট ফুট করে আমাকে compliments জানাচ্ছে।

Boston থেকে নিজ শহরে ফিরে আসলাম। একই গতিতে জীবন বয়ে চলছে। কম্পিউটার সর্ম্পকিত নুতন কোন বিষয় বের হলেই ডঃ আসিফ আমাকে e-mail করতেন। পেশাগত জীবনে ভালো কিছু করার এবং জানার প্রচন্ড আগ্রহ সব সময় আমার ছিল। আর এই চেষ্টা থেকে একবার Emplyee of the Unit (এটা এমন বিশেষ কিছু নয়, লিখতে আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে। ঘটনার প্রয়োজনে প্রসঙ্গক্রমে আমাকে এটা উল্লেখ করতে হচ্ছে।) নির্বাচিত হলাম। বন্ধুত্বের কারণে নিকের কাছ থেকে somehow তিনি এটা জেনেছিলেন। একদিন অফিসে এসে দেখি ডঃ আসিফ by mail এ compliment হিসাবে আমাকে PDOS (Parallel and Distributed Operating System) এর উপর চমৎকার একটা বই পাঠিয়েছেন।

বইয়ের এ স্টিকার এ লিখেছেন যা তা বাংলা দাড়ায় - অসম্ভব মেধাবী এবং অসম্ভব সুন্দর মেয়েটির উদ্দেশ্যে। - আমি মুগ্ধ উনার এ compliment এ। ভাবলাম e-mail নয়, অন্তত এখন ফোন করে তাকে একটা thanks জানানো যায়।

জীবনে শত ব্যস্ততার মাঝে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর e-mail আর ফোনে আলাপনের ফাঁকে একসময় আবিষ্কার করি আমরা দুজনে দুজনার চমৎকার বন্ধু হয়ে গেছি। উনি আমার চেয়ে ১০/১২ বছরের সিনিয়র হলেও বয়স আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে কোন বাধা হয়ে দাড়ায়নি। পেশাগত জীবনে প্রচন্ড সফল এই মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন চরম নিঃসঙ্গ। আইরিশ American এক সহকর্মীকে বিয়ের ৩ বছরের মাথায় divorced হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি একা।

উনি সবসময় দেশের কথা বলতেন। দেশের মানুষের জন্য কিছু করার আছে তার এ উপলব্ধি ছিল চরম। শুনেছি দেশের গরীবদের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি project চালু করেছেন। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ ছিল - এত বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে উনি কি সত্যিই দেশের জন্য নিজেকে বিনিয়োগ করতে পারবেন?

কোন এক সামারে ডঃ আসিফ বোস্টন থেকে আমার শহরে আসেন দুই দিনের জন্য। অনেক দিন পর তার সাথে দেখা। সেই যে চাকরী জীবনের শুরুতে সেমিনারে দেখা হয়েছিল তারপর almost 5 years কেটে গেছে আর দেখা হয়নি। সুতরাং আমার শহরে যখন সে আসলো প্রচন্ড আনন্দ হতে লাগলো। দুজনে অনেক ঘুরলাম। সবচেয়ে ভালো লেগেছে ব্রডওয়ের শো দেখা এবং ট্রাইবেকায় আলো আধারিতে dinner করা। তাকে বিদায় দেওয়ার আগের দিন আটলান্টিকের সৈকতে গেলাম। সৈকতে দাড়িয়ে মহাসমুদ্রের নোনা জলে দুজন পা ডুবিয়ে হাটতে লাগলাম। কখনও বা বালির বুকে shell দিয়ে হিজি বিজি আকঁলাম। একসময় সে বললো - জান আমি আমার decision নিয়ে নিয়েছি। প্রশ্ন করলাম Decision about what? বললো - আমার সবকিছু over এখানে। আগামী মাসে স্থায়ীভাবে আমি দেশে চলে যাচ্ছি। এজন্যে তোমার সাথে দেখা করতে আসলাম। এতদিন নিজের জীবন গড়েছি, আমেরিকাকে গড়ে দেবার মতন কিছু নেই, এখন আমার নিজের দেশের মানুষের জীবন গড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। ২০ কোটি মানুষের মাঝে যদি ২০ জন লোকেরও জীবন গড়তে আমি সাহায্য করতে পারি তাহলে তা হবে আমার এই সারা জীবনের সফলতার সম্মান। আমি মানুষ, ফেরেশতা নই, বিলাসবহুল জীবন আমাকেও আকর্ষন করে। দেশে গিয়ে আমি এই বিলাসিতা আবার গড়ে নেব পার্থক্য হচ্ছে ওখানে আরো দশজনকে আমি পথ দেখাবো বিলাসের।
"মার্শা"- তুমি কি আমার সাথে দেশে যেতে চাও? উত্তরে বললাম, কিভাবে যাব? আমার তো অনেক দায়িত্ব, অনেক পিছুটান। তোমার কোন পিছুটান নেই। তোমার যাওয়া সহজ। সে বলল, তুমি যখন ১৬ বছর আগে নিজের শৈশব, কৈশর স্মৃতি মধুর দেশকে ফেলে এসেছো তখন তোমার কোন পিছুটান ছিলনা। নিজের দেশ তখন পিছুটান হয়ে দাড়ায়নি। আজ কেন প্রবাস তোমার পিছুটান হয়ে দাড়াবে। এ পিছুটান কি Blue Passport এর টান? না, পিছুটান আমারো আছে। আরো আছে আমেরিকাতে সংগ্রাম করার আর সফল হবার ২১ বছরের স্মৃতি। আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের জীবনটাইতো একটা পিছুটান।

কেন যেন প্রচন্ড কান্না আসছিল। এ কান্না কি আমার যেতে না পারার অক্ষমতার কান্না নাকি খুব ভালো কোন এক বন্ধুকে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে ফেলার আশংকার কান্না? চুপচাপ সমুদ্র পাড়ের সূর্যকে বিদায় জানাচ্ছিলাম। তারপর ডঃ আসিফ একা উঠে গিয়ে Sea Port সুভেনীর Store থেকে একটা ক্রিস্টাল বোতল কিনে আনলেন। নোটপ্যাডে বিশাল এক চিঠি লিখলেন। তারপরে বোতলে ঢুকিয়ে সেই চিঠি বোতলসহ মহাসমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দিলেন। বললেন - মার্শা তোমার উদ্দেশ্যে এটা ভাসালাম। যদি কোনদিন আমার এই বোতল চিঠি তোমার হাতে গিয়ে পৌছায় তাহলে আমি positive তুমি এই চিঠি পড়ে তোমার সমস্ত দায়িত্ব আর পিছুটানকে সহজ করে দেশে চলে আসবে। আমরা দুজন তখন দেশের কল্যানে এক সাথে কাজ করব।

মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনের দীর্ঘ একটা সময় পার করে চলে এসেছি। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় ৩২ বছর জীবনের কিছুই নয়। কেবলতো শুরু। এই শুরু Blue Passport এর প্রতি মোহ কাটানোর, এ শুরু প্রবাসকে bye bye বলার, এ শুরু ডঃ আসিফের সেই রহস্যময় বোতল ম্যাসেজ খুজে ফেরার। তাই যতবার যে কোন সমুদ্রের কাছে যাই ততোবার আমি খুজে ফিরি সেই বোতল চিঠি কেননা সেই চিঠির মধ্যেই আছে আমার দেশে ফেরার দলিল অথবা কোড।

মার্শা
joejune12348@hotmail.com
U.S.A.